বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেণ্টেশন
কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 FEB 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

64

বিনামূল্যের বই

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। অভিযোগগুলি হচ্ছে—সময়মত বই পেঁছে না। বই পেঁছালেও বই বিতরণে কারচুপি হয়। বহু এলাকায় এ বই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। কোন কোন এলাকায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সঠিক নজর না দেওয়ায় পোকায় কেটে বা বৃষ্টির পানিতে বই নষ্ট হয়ে যায় এর সব অভিযোগ মিথ্যা নয়।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দেয়া বই বাজারে বিক্রি হওয়া নিঃসন্দেহে অন্যায়। এ বই নিশ্চয়ই বাড়তি বই হিসাবে কোন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন মহল থেকে সংগ্রহ করেন। কারণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার চেয়ে বইয়ের সংখ্যা বেশি হলেই বাজারে বিক্রির প্রশ্ন উঠতে পারে। অথবা এও হতে পারে যে বই বিতরণে বিলম্ব করে বই বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে বই কিনতে তাদের বাধ্য করার কেউ অপচেষ্টা করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটু সতর্ক এবং তৎপর হলে এই অবাঞ্ছিত কাজটি বন্ধ করতে পারেন।

কিন্তু সমস্যা আছে বই বিতরণ এবং বই সংরক্ষণ নিয়ে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে বই দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং দীর্ঘদিন ধরেই এভাবে বই দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এই বিতরণের জন্য কোন কাঠামো সৃষ্টি করা হয়নি।

দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে বই সংরক্ষণ নিয়ে। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দেয়া বই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সংরক্ষণের ব্যবস্থা কোথায়। দেশের একটি বিরাট সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস বসে গাছের তলায়। অনেক বিদ্যালয়ের ভবনের জানালা আছে কপাট নেই। ভবন আছে ছাদ নেই। শিক্ষকদের বসার জায়গা নেই। সুতরাং এ বই রাখাও প্রায় সব বিদ্যালয়ে একটি বিরাট সমস্যা।

তাই আমাদের মনে হয় এই বই বিতরণ এবং বই সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ে অন্তত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। বিশেষ ব্যবস্থাধীনে সময়মত বই বিতরণ এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে কোন অভিযোগ করারই আর অবকাশ থাকবে না। আশা করব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এদিকে নজর দেবেন।